এলোমেলো ভাবনাগুলো

প্রায়ই এখানে সেখানে, দেশে এবং বিদেশে ঘরোয়া অনুষ্ঠান, আলোচোনা সভাতে যোগ দিতে হয়। বিদেশে থাকার একটা বড় সুবিধা লোকজনের ভ্যারায়টি। আজকাল কার শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের মতামত প্রকাশ করছে কিছু দেশ থেকে আসা আবার কিছু এখানেই বড় হয়েছে। নারীদের নিয়ে অনেক আলোচোনা হয়, কিছু সামাজিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আবার কিছু ইসলানের আলোকে। অনেক সময় আলোচোনা শুনে মনে ছোট ছোট প্রশ্ন জাগে।

আমি আজকের লেখায় ছোট একটি প্রসংগ উল্লেখ করছি পাঠক সমাজের কাছে অথবা কেউ কেউ বলতে পারেন একজন সাধারণ পাঠিকা তার মত প্রকাশ করছি। আবুল কাশেম সাহেবের লেখা ‘ইসলামের কাম ও কামকেলি’ পড়লাম। এ ধরনের অসংখ্য লেখা মুক্তমনা, ভিন্নমত, বাংলার নারী আরো এ ধরনের প্রগতিশীল ওয়েবসাইট গুলোতে প্রতিনিয়ত আসে। পুরুষ লেখকদের কাছ থেকেও আসে, মহিলা লেখকদের কাছ থেকেও আসে। আমরা সবাই পড়ছি, প্রশংসা করছি, কখনও দ্বিমত পোষন করছি, তর্ক করছি কিন্তু সবই ঘটছে একটা শৃংখলার মধ্যে। তাহলে বেচারী লেখিকা তাসলিমা নাসরিন কে নিয়ে সবাই এতো হইচই করলো কেন এবং এখনো করে কেন? তিনি কি এরচেয়ে বেশি কিছু অথবা আলাদা কিছু লিখেছিলেন? কথাতো ঘুরেফিরে একই। সমস্যা যেখানে আলোকপাত তো সেখানেই হওয়া স্বাভাবিক। বারবারতো ঘুরেফিরে আমরা সবাইই একই বৃত্তে আসছি তাহলে তাকে কেন ঘরছাড়া ও দেশছাড়া করা হলো? তিনি একজন ‘নারী’ বলেই কি? পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষরা নারীদেরকে নিয়ে লিখলে ঠিক আছে, নারীদেরকে যথেষ্ঠ সম্মান ও করুনা দেখানো হয়েছে বলে মনে করা হয় তারপর যেমন হয় ’চলছে গাড়ী নগরবাড়ী’ আবার সব একইরকম থাকে। হয়ত অনেক পুরুষ এর মাধ্যমে নিজেকে খুব উদারপন্থি ও প্রগতিশীল ভেবে সুখ অনুভব করেন। কিন্তু সেই প্রতিবাদ যখন অস্তিত্বের জন্য কোন নারী নিজে করে তখন তাকে বিদ্রোহিনী আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করা কেন? তখন পুরুষদের আত্মঅহংকারে ঘা লাগে কি? সেই যে কথায় বলে না ‘কৃষে-- করলে লীলা আর আমি করলে বিলা’। পুরুষরা লিখবে, বলবে, সেমিনার করবে কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে সমাজ এখনো আশা করে তারা শুধু শুনবে আর দেখবে। মেয়েরা হবে চাবি দেয়া পুতুল, কোন মেয়ে চাবি ভেঙ্গে মানুষ হতে চাইলেই রুখে দাড়াবে সমাজপতিরা করবে ঘরছাড়া, দেশছাড়া।

অনেক হাফ প্রগতিশীল বলেন তাসলিমার ভাষা ব্যবহার ও রচনাশৈলীর কথা। তাসলিমা বড় বেশী আক্রমান্তক ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং তার লেখা খুবই উগ্র, কোনোরকম রাখঢাক নেই, তার লেখা সাহিত্য হতে পারে না। এর আগে কি কেউ প্রতিবাদ করেনি? সেগুলো কি প্রতিবাদ ছিল না? যুক্তিগুলো শুনলে অনেক সময় নিজের অজান্তে হেসে ফেলি। একজন মানুষ যখন প্রতিবাদ করছেন তখন তার উদ্দেশ্য কি থাকবে অপরপখখকে যতসম্ভব কম আঘাত করা না যতসম্ভব জোরালো যুক্তি দিয়ে তাকে ধরাশয়ী করা? যখন প্রতিবাদ করতে কেউ পথে নেমেছে তখন রাখঢাক কিসের? এরপর আসি ভাষা আর সাহিত্যের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটাজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্যিক মানতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাশৈলী বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সাহিত্যের ভাষা ছিল না। আর আজ হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, সুনীল গাংগুলী, বুদ্বদেব গুহ এইসব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা কোন ভাষায় লিখছেন? সময়ের বির্বতনের সাথে সাথে মানুষের পোষাক, ভাবনা, কথা, বাচনভঙ্গি, গান, নাচ, খাওয়া, সাজ,ভাষা সংস্কৃতি তথা পুরো জীবন পদ্বতি বদলায়, সাহিত্য কি তার বাইরে কিছু? সময়ের প্রতিফলনতো সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অনেকের মতে মেয়েদের সমস্যা নিয়ে লিখছিল ঠিক আছে, মেয়ে মানুষ আফটার অল কিন্তু মেয়ে হয়ে কোরান নিয়ে তথা ধর্ম নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি কেনো? বাবার চশমায় যেমন বাচ্চাদের হাত দেয়া মানা তেমনি জটিল ও কঠিন বিষয়ে মেয়েদের হাত দেয়া মানা !। আমাদের বাঙ্গালী সমাজ অনেক বেশী ড্রইংরুম কালচারে বিশ্বাসী। কোন সমস্যার মুলে হাত দেয়া পছন্দ নয়, গল্প

করলাম, হাসলাম, মন খারাপ করলাম কিংবা দুঃখ প্রকাশ করলাম তারপর সব আগের মতই থাকবে।

আবুল কাশেম সাহেব এর লেখাতে কি খুব রাখঢাক আছে? না সত্যি কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে? এরকম আরো অনেকেই লিখেন এবং ভবিষ্যতেও লিখবেন সেটাই স্বাবাভিক। এর সাথে কেউ কেউ একমত হবেন আবার কেউ কেউ দ্বিমত প্রকাশ করবেন। কিন্তু এরজন্য কাউকে দেশ্ছাড়া হতে হবে কেনো? শুধু তিনি নারী বলেই? তাতেতো তার কথাই শক্তি পেলো দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। আমি বলবো কতদিন আর জীবনের মুল সত্যিগুলো এভাবে তথাকথিত শিখিখত সমাজের মধ্যে আবদ্ব থাকবে?এখনো কি সময় আসেনি এই গোড়ামির মধ্যে থেকে দেশকে টেনে তোলার? তাসলিমা একাই কেনো এই চেষ্টা প্রকাশ্যে করবেন? কেনো অন্যরা তাকে দেশ থেকে তাড়ানো মেনে নিবেন? কেনো সমমনা লোকেরা অন্যায়ের বিরুদ্বে লড়বেন না?

যার যার সময়ের হিসাবে তার তার প্রতিবাদ। মুঘল রমনীরা প্রতিবাদ করেছেন তাদের মতো করে। ওয়েষ্টান সমাজের নারীরা প্রতিবাদ করেছেন ও করছেন তাদের মতো করে। মাদার তেরেসা প্রতিবাদ করেছেন, লড়েছেন তার মতামত নিয়ে। বেগম রোকেয়া লড়েছেন তার মতো করে। প্রত্যেকের আলাদা ভাষা, আলাদা মতার্দশ। মাঝে মাঝে তাই ভাবি আজ আমরা স্কুলে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের জীবনী পড়ি, বাংগালী মুসলিম নারী জাগরনের পথিকৃত হিসেবে কতই না শ্রদ্বার সাথে, কিন্তু তাকেও তার সময়ে কত গঞ্জনা, অত্যাচার, যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তার মত ও পথের জন্য । কবিতা সিংহের ‘আমিই সেই মেয়েটি’ কবিতার মেয়েটির মত বলতে ইচ্ছে করে,

> ‘আমি প্রনাম জানাই সেই প্রথম আগুনকে যার নাম, বর্ণ, পরিচয়
> সেই অগ্নিসুদ্বু পরম্পরাকে, সেই সব পুরুষ রমনীকে
> যারা উনবিংশ শতব্দীর অন্ধকার হাতলে
> জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে একজন্মে আমাকে
> জন্ম জন্মাতরের দরজা খুলে দিয়েছেন’

তখন বেগম রোকেয়া কি ভেবেছিলেন কালের বিবর্তেনে তিনি ‘মহিয়সী নারী‘র মর্যাদা পাবেন? তাকে নিয়ে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ গর্ব করবে, তার জীবনী ঠাই পাবে দেশের মুল পাঠ্যসুচীতে? আজ থেকে হাজার বছর পরে যখন আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা তাসলীমা নাসরিন সর্ম্পকে জানবে কে জানে তারা হয়ত তাকেও মহীয়সী রুপেই পড়বে তাদের পাঠ্যবই এ। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলা মুসলিম নারী জাগরনের কিংবা বাঙ্গালী নারী জাগরনের পথিকৃত, যে কিনা সেই সময়ের দাবীতে, জীবনের দাবীতে মেয়েদের কথা বলেছিলেন। প্রচলিত অন্যায়ের শিকল ভাংতে চেয়েছিলেন। সমাজে পুর্নাঙ্গ মানুষের মতো কাধে কাধ মিলিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন তারমতো করে সেইজন্য বুর্জোয়া সমাজে তার জায়গা হয়নি। আজ থেকে শত বছর পরেই হোক তবুও নারীর সঠিক মুল্যায়ন হোক। নারীকে আমাদের সমাজে ‘মানুষ’ হিসেবে দেখা হোক রং করা পুতুল হিসেবে আর নয়।

তানবীরা তালুকদার
দি নেদারল্যান্ডস